দৈনিক খবর 66

তারিখ ... 2 1 APR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... 7 ...

# ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমন প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞা সম্প্রতি কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীর কাছে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার করে বারবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। পত্রিকান্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী ভিসি ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া সন্ত্রাসের কাছে নৈতিক পরাজয়ের শামিল। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখেই সন্ত্রাস বন্ধের উদ্যোগ নেয়া যুক্তিযুক্ত বলে তিনি মনে করেন। সন্ত্রাস প্রসঙ্গে ভিসি আরো বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ঠেকানোর কোনো কার্যকর মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই। "আমরা যা পারি তা হলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী বলে উল্লেখ করে ভিসি বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়। তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে যেমন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের তরফ থেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে তেমনি সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ভিসি যথার্থই বলেছেন যে, ক্যাম্পাসে সশস্ত্র সন্ত্রাস ঠেকানোর কোনো কার্যকর মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই। সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাই বেশী। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়- উপাচার্যের এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণের কোনই অবকাশ নেই। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপরই সন্ত্রাস নির্মূল অভিযানের সাফল্য নির্ভরশীল। আমাদের বক্তব্য হলো, সন্ত্রাসকারীদের দমনের পর্যাপ্ত ক্ষমতা সরকারের আছে কিন্তু সে ক্ষমতা ব্যবহার করা হচ্ছে না কেনো সেটাই প্রশ্ন। সশস্ত্র সন্ত্রাসকারীদের দৌরাত্ম্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ যে নৈরাজ্যকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তার অবসান ঘটানো সম্ভব। সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে, ছাত্রের রক্তে ক্যাম্পাস বার বার রঞ্জিত হবে- এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করে ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার উভয়েরই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেমন পুলিশের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না, তেমনি পুলিশ যাতে ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ হয়, সে ব্যাপারে পুলিশকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ দুষ্কৃতকারীদের চেনে না তা নয়। পুলিশের কর্তব্যে অবহেলার দরুনই দুষ্কৃতকারীরা আস্কারা পেয়ে থাকে-এমন অভিযোগও শোনা যায়। অতএব দুষ্কৃতকারী দমনে পুলিশকে আরো দায়িত্বসচেতন হতে হবে। আর ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে পুলিশ যাতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসে সে জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও তৎপর হতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে উপাচার্যকেই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। প্রয়োজনে, ক্যাম্পাসে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের প্রস্তাবটিও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। অব্যাহত সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য ক্যাম্পাসে যখন বার বার রক্ত ঝরেছে এবং বোমা ও গুলীর আঘাতে নিরীহ ছাত্রের জীবন যেখানে অকালে ঝরে পড়েছে, সেখানে দুষ্কৃতকারী নির্মূল অভিযানকে সফল করে তুলতে পুলিশের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে কারো মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংস্কার থাকা উচিত নয়। তাই ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে একটি বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর আমরা গুরুত্বারোপ করছি। কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছাড়া শুধু খাপছাড়া গোছের ব্যবস্থা নিয়ে কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান বের করা যাবে না। দুষ্কৃতকারী নির্মূল অভিযানকে সফল করে তুলতে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উভয়কেই দায়িত্বসচেতনতার সাথে কঠোর মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনি সরকারও দায়িত্ব এড়িয়ে চলার নীতি অনুসরণ করে আসছেন। ওদিকে আবার শিক্ষকরা ব্যস্ত রয়েছেন গ্রুপ পলিটিক্স নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় গোল্লায় গেলেও কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হলে কার কি যায় আসে- এই একপেশে মনোভাবের অবসান ছাড়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান আসবে বলে মনে হয় না।

আমরা তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যে একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করছি। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষকেই আন্তরিকতার সাথে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। তবে সরকারের এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং দুষ্কৃতকারী নির্মূল অভিযানে পুলিশের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, এ সব ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা ভিসিকেই উদ্ভাবন করতে হবে।